

সার-সংক্ষেপ

(EXECUTIVE SUMMARY)

সামাজিক প্রভাব ব্যবস্থাপনা ফ্রেমওয়ার্ক

SOCIAL IMPACT MANAGEMENT FRAMEWORK (SIMF)

বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীন, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর আনুষ্ঠানিক উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা (আইডিএ) এর অর্থায়নে পরিচালিত চলমান রুরাল ট্রান্সপোর্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-২৬) এর ফলোআপ প্রকল্প হিসেবে বিভিন্ন কম্পোনেন্ট সম্পন্ন আরটিআইপি-২ বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছে। এই প্রকল্পের আওতায় ৭০০ কিলোমিটার উপজেলা সড়ক এবং ৫০০ কিলোমিটার ইউনিয়ন সড়ক উন্নয়ন; ৩,৫৫০ কিলোমিটার উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক নির্দিষ্ট সময় অস্র রক্ষণাবেক্ষণ, সম্পাদিত কার্য-ভিত্তিক চুক্তির (Performance-Based Contracting) মাধ্যমে ৪৫০ কিলোমিটার সড়ক নিয়মিত ও নির্দিষ্ট সময় অস্র রক্ষণাবেক্ষণ, ৫০ টি গ্রোথ সেন্টার উন্নয়ন, ৫০ কিলোমিটার গ্রামীণ নদী পথ উন্নয়ন এবং ২০ টি নৌ অবতরণ ঘাট (ঘাট) নির্মাণ করা হবে। প্রস্তাবিত এই উন্নয়ন কার্যক্রম বাংলাদেশের মধ্যাঞ্চল, উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে অবস্থিত মোট ২৬ টি জেলায় ৫ বৎসর সময়কালে পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়িত হবে। এলজিইডি আর্থ-সামাজিক ভাবে সংশ্লিষ্ট-মহল (Stakeholders) এর সংগে আলাপ-আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাঁদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রকল্পের বিভিন্ন কম্পোনেন্টগুলো চিহ্নিত করবে।

আরটিআইপি-২ এর উদ্দেশ্য হলো “পল্লী এলাকায় বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর জন্য উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং গ্রামীণ অবকাঠামো-সম্পদসমূহের কার্যকর রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।” আশা করা যায়, প্রকল্পের অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ দারিদ্রতা হ্রাস পাবে এবং গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক সেবা, তথ্য সেবা এবং কার্যকর বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডে অধিকতর অভিমুখ্যতা গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নকে উজ্জীবিত করবে। এর মাধ্যমে উৎপাদন, কর্মসংস্থান, আয়, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য সেবার সুযোগ সৃষ্টি হবে। উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নে অনগ্রসর মহিলা সহ গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য প্রত্যক্ষভাবে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে। সড়ক পুনর্বাসন ও পরিকল্পিত রক্ষণাবেক্ষণে গুরুত্বারোপের মাধ্যমে তাঁদের উন্নয়নে টেকসই সুফল বয়ে আনবে। এমন ভাবে প্রকল্পের ভৌত অবকাঠামো যথা- সড়ক, বাজার, পল্লী নৌ-পথ ও ঘাট এর অবস্থান নির্বাচন করা হবে যাতে এগুলো কার্যকর গ্রামীণ পরিবহন ও আর্থ-সামাজিক নেটওয়ার্ক নিশ্চিত করে এবং গ্রাম ও শহরের সংযোগ ঘটায়।

এই সামাজিক প্রভাব ব্যবস্থাপনা ফ্রেমওয়ার্কে (Social Impact Management Framework), প্রকল্পের প্রধান প্রধান সামাজিক দিকগুলো আলোকপাত করা হয়েছে। উপজেলা সড়ক উন্নয়নের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসনের লক্ষ্য হলো, যাতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গ প্রদেয় সুবিধা থেকে বঞ্চিত না হয়, উপজাতি জনগোষ্ঠীর (Indigenous people) স্বার্থ সুরক্ষা করা, জেভার সংবেদনশীল বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ এবং মহিলাদের সুবিধাদি বৃদ্ধি করা। এতে উপ-প্রকল্প (Sub-project) বাস্তবায়ন শুরু করার পূর্বে সকল সামাজিক যাচাই-বাছাই করার প্রক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত আছে। ইহা আরটিআইপি-২ এর অন্য একটি ডকুমেন্ট তথা ‘পরামর্শ ও অভিযোগ ব্যবস্থাপনা কৌশল’ (Suggestion and Complaints Mechanism-SCM) এর সাথে সম্পর্কযুক্ত। ভূমি অধিগ্রহণ এবং পুনর্বাসনে ‘নালিশ মীমাংসা পদ্ধতি’ (Grievance Redress Procedure-GRC), SCM এর অংশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত।

উপজেলা সড়ক উন্নয়নে বর্তমান বাঁধ উঁচু ও চওড়া করার জন্য বেসরকারী জমি অধিগ্রহণও সরকারী জমি বেসরকারী ব্যবহার থেকে পুনরুদ্ধার করার প্রয়োজন হবে। কারিগরী নকশা সম্পাদন এবং প্রভাবিত এলাকা চিহ্নিত করার মাধ্যমে উন্নীত সড়ক-সীমানা থেকে ভূমি অধিগ্রহণ ও জনসাধারণের স্থানান্তরের ফলে একত্রে এর প্রভাব (Impact) বিভিন্ন মেয়াদে যাচাই করা হবে। আরটিআইপি-১ এর অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা যায় যে, সড়ক চওড়া করার জন্য সড়ক পাদদেশে ভূমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন পরে, যেখানে বিশাল সংখ্যক ভূমি মালিকেরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, কিন্তু তুলনামূলক বিচারে ক্ষতিগ্রস্ত ভূমির পরিমাণ অনেক কম। ভূমি পুনঃউদ্ধারের ফলে অনেক বসতবাড়ি ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এলজিইডি ও সরকারী জমির দখল থেকে স্থানান্তরিত হতে পারে। এ সব এবং অন্য যে কোন প্রতিকূল প্রভাব যেহেতু বিশ্বব্যাংকের নিরাপত্তামূলক চাহিদা অনুসারে সমাধান করা হবে, তাই এলজিইডি প্রকল্প পরিকল্পনায় এ ধরনের পুনর্বাসন কম্পোনেন্ট সংযুক্ত করতে যাচ্ছে।

পুনর্বাসন কর্ম-পরিকল্পনা (Resettlement Action Plan-RAP) প্রণয়ন এবং যেখানে উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর উপর বিশেষ প্রভাব চিহ্নিত হবে, সেখানে আরটিআইপি-২ এর অধীন নির্মাণ কাজে একটি ‘উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর জন্য পরিকল্পনা’ (Indigenous Peoples’ Plan-IPP) প্রণয়ন করার জন্য একটা নির্দেশিকা হিসাবে SIMF তৈরী করা হয়েছে। SIMF এ প্রসংগিত বিষয়বস্তু হলো :

- ১) ভূমি অধিগ্রহণ ও প্রতিকূল প্রভাব মীমাংসার জন্য নীতি ও নির্দেশিকা সম্বলিত আইনী কাঠামো;
- ২) বিস্তৃত মীমাংসা-নীতিমালার বিস্তারিত ম্যাট্রিক্স;
- ৩) মীমাংসা পদ্ধতি পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক পস্থা;
- ৪) প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগণের নালিশের মীমাংসা পদ্ধতি;
- ৫) ভূমি অধিগ্রহণ এবং RAP/IPP বাস্তবায়ন অগ্রগতি মনিটরিং ফ্রেমওয়ার্ক; এবং
- ৬) বিভিন্ন পর্বে ভূমি অধিগ্রহণ এবং RAP/IPP প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যাবলীর পরিকল্পনা প্রক্রিয়া।

যখন SIMF কার্যকর হবে, এই RAP/IPP তে জনগোষ্ঠীর অবস্থান ভিত্তিক প্রভাবের বিস্তারিত বিবরণ থাকবে, এবং প্রয়োজনে মীমাংসা পদ্ধতি, পুনর্বাসন/উন্নয়ন বাজেট ও বাস্তবায়ন সময়সূচীর পুনঃবিবেচনা/সংশোধন করা হবে।

এই SIMF এর প্রধান উদ্দেশ্য হলো, ভূমি অধিগ্রহণ ও স্থানান্তরের ফলে সৃষ্ট দুঃখকষ্ট এবং বঞ্চনা যথাসম্ভব লাঘব করা অথবা কমিয়ে আনা এবং পরিবার ও জনগোষ্ঠী পর্যায়ে সংগঠিত যেকোন প্রতিকূল প্রভাবের প্রতিকার করা। এটা বলা যায় যে, ভূমি অধিগ্রহণের জন্য প্রচলিত যে আইনী কাঠামো আছে তা উদ্দেশ্য পূরণের জন্য যথেষ্ট নয়। এজন্য SIMF বিশ্ব ব্যাংকের স্বেচ্ছা পুনর্বাসন (Involuntary Resettlement-OP 4.12) এবং উপজাতীয় জনগোষ্ঠী (Indigenous Peoples OP 4.10) এবং স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও চাহিদা অধ্যাদেশ ১৯৮২, বাংলাদেশ সম্বলিত পরিচালনা নীতিমালা অনুযায়ী প্রণীত হয়েছে। বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে বাস্তবায়িত সকল প্রকল্পের মতই দেশের বর্তমান ভূমি প্রশাসন পদ্ধতি মোতাবেক ভূমি অধিগ্রহণ আইনগত করার জন্য SIMF এ প্রয়োজনীয় আইন সন্নিবেশ করা হয়েছে। যাহোক, নেতিবাচক প্রভাব উপসম/মীমাংসার নীতিমালায় OP 4.12 এবং OP 4.10 এর নীতি ও নির্দেশিকা ব্যবহৃত হয়েছে। ভূমি অধিগ্রহণ, ক্ষতিপূরণ/প্রাপ্তিযোগ্যতা নীতিমালা প্রণয়ন এবং পুনর্বাসন কর্মকাণ্ড পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে নিম্নলিখিত নীতি ও নির্দেশিকা ব্যবহৃত হবে।

ভূমি অধিগ্রহণ ও মীমাংসা নীতিমালা

নেতিবাচক প্রভাব কমিয়ে আনা : জনসাধারণ ও এলাকায় বসবাসরত জনগোষ্ঠীর উপর বিরূপ আর্থ-সামাজিক প্রভাব কমিয়ে আনার লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণ এড়িয়ে যাওয়া বা কমিয়ে আনতে প্রয়োজনে বিকল্প কারিগরী নকশা প্রণয়নের ব্যাপারে প্রকল্প যথাসম্ভব বিবেচনা করবে। যেখানে ভূমি অধিগ্রহণ এড়ানো সম্ভব নয় সেখানে- ১) বসতবাড়ি স্থানান্তর এড়িয়ে যাওয়া বা যথাসম্ভব সর্বনিম্ন পর্যায়ে নিয়ে আসা; ২) স্থায়ীভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যে ব্যবহৃত দালানকোঠার স্থানান্তর এড়িয়ে যাওয়া বা সর্বনিম্ন পর্যায়ে নিয়ে আসা; ৩) স্বল্প উৎপাদনশীল জমির ব্যবহার; এবং ৪) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয়-স্থান, সমাধিস্থান, দালান, ঐতিহাসিক/সাংস্কৃতিক স্থাপত্য নিদর্শন জাতীয় ভবন/অবকাঠামোগুলোর স্থানান্তর পরিহার ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মীমাংসা নীতিমালা : যেখানে স্থানান্তর পরিহার করা সম্ভব নয়, সেখানে ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের (PAP) পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার পরিকল্পনা ও প্রণয়ন এ প্রকল্পের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে রাখা হবে এবং ইহা একটি উন্নয়ন কর্মসূচী হিসাবে বাস্তবায়িত হবে। উপরন্তু SIMF মীমাংসা/উপশম করার প্রয়োজন হবে এমন বিরূপ প্রভাবসমূহের প্রকৃতি এবং যারা প্রকল্পের আওতায় সহযোগিতা পাওয়ার যোগ্য সে সব ক্ষতিগ্রস্ত লোকজন (PAP) নির্ণয়ে নিম্নলিখিত নীতিমালা অনুসরণ করা হবেঃ ১) যারা সামাজিক ও আর্থিক ভাবে দুঃস্থ ব্যক্তি ও দল, তাঁদের জন্য জমির উপর আইনগত অধিকার না থাকলেও তাদের সহায়তা প্রদান করা; ২) সরকারী জমি দখলকারী সহ বসতভিটা হারানো বসতভিটা/ব্যক্তিদেরকে ভৌত অবকাঠামো নির্দিষ্ট জায়গা অথবা তাদের পছন্দমত জায়গায় স্থানান্তর করার ব্যাপারে সহযোগিতা করা; ৩) যেখানে জনগোষ্ঠীর সুবিধাদি ক্ষতিগ্রস্ত হবে, প্রকল্প সেখানে বিকল্প ব্যবস্থা তৈরী করে দেবে; ৪) অর্থনৈতিক ভাবে স্বচ্ছল ব্যক্তি যারা তাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে সরকারী জমি ব্যবহার করছে তারা উক্ত নীতিমালার আওতায় সহযোগিতা পাওয়ার যোগ্য হবে না; এবং ৫) প্রকল্প বকেয়া ভূমি উন্নয়ন খাজনা বা অন্য কোন ধরনের খাজনা সংগ্রহ করবে না।

প্রকল্প কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি : ১) ক্ষতিগ্রস্ত জমি এবং অন্যান্য সম্পত্তির আইনগত/বৈধ মালিক; ২) সরকারী জমি ব্যবহারকারী দখলদার এবং অন্যান্য ব্যবহারকারী; ৩) শত্রু সম্পত্তি ও অনাবাসিক সম্পত্তি ব্যবহারকারী; ৪) উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে ব্যবহৃত জমি দানকারী/সুবিধাভোগী (যেমন সামাজিক বনায়ন এবং উপজাতি সহ আর্থ-সামাজিক ভাবে দুঃস্থ দল বা গোষ্ঠীর ভূমিভিত্তিক আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডে ব্যবহৃত জমি); ৫) বন্দোবস্তের ভিত্তিতে সত্ত্বান ব্যক্তি; এবং ৬) যেখানে জনগোষ্ঠী ভিত্তিক প্রভাবিত গোষ্ঠী বা দল। ক্ষতিপূরণ/সহযোগিতার জন্য যোগ্য ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির যোগ্যতা নির্ণয়ে সুনির্দিষ্ট নির্দেশিকা ব্যবহার করা হবে। সহজ উদ্ধৃতি হিসাবে SIMF টিতে নানাবিধ অধিকার ব্যাখ্যা সহ একটি অধিকার নীতিমালার ছক (Entitle policy matrix), অধিকার সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ, এবং পর্যায়ক্রমে RAP এবং প্রয়োজনে IPP তে অসম্পূর্ণতার জন্য ক্ষতিগ্রস্তদের বিভিন্ন ধরণ উল্লেখ করে প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হবে।

ক্ষতিপূরণ/অধিকার সংরক্ষণ মডালিটি

মীমাংসার প্রভাব : যেহেতু “জমির পরিবর্তে জমি” পাওয়ার সর্ববিধীত এই নিয়ম বাংলাদেশে জমির দুঃপ্রাপ্যতার কারণে যথাযথ নয়, সেহেতু জমির ক্ষতিপূরণ নির্ধারিত হবে ইহার স্থানান্তর মূল্যের উপর ভিত্তি করে এবং অন্যান্য ক্ষতিগ্রস্ত সম্পদের ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ নির্ধারিত হবে বাজার দর বিবেচনা করে, যা বাজার দর নিরূপণকারী কর্তৃক নির্ধারণ করা হবে। ক্ষতিপূরণ বা সহায়তার জন্য নিম্নবর্ণিত ক্ষতিগ্রস্তের ধরণ যোগ্য বলে বিবেচিত হবে; ১) সকল প্রকার ভূমি, ২) ভূমি নয় এমন সম্পদসমূহ যেমন- ঘরবাড়ী/অবকাঠামো, বৃক্ষ, ফসল এবং অন্যান্য অস্থাবর সম্পত্তি যাহা অধিগ্রহণকৃত জমিতে স্থাপিত, ৩) বসতবাড়ি

ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে ভৌত অবকাঠামো পুনর্বাসনের ব্যবস্থা। ৪) ব্যবসায়ী এবং তাদের কর্মচারীর সাময়িক আয় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া। ৫) অধিগ্রহণকৃত বেসরকারী জমিতে অবস্থিত বাড়ী/অবকাঠামো থেকে বাড়ী ভাড়া আয় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া, এবং ৬) শত্রু সম্পত্তি এবং অনাবাসিক সম্পত্তি যা বন্দোবস্ত দেয়া হয় নাই তার ব্যবহার থেকে বঞ্চিত হওয়া। তবে, ১) জেলা প্রশাসক কর্তৃক গ্রহণযোগ্য নয় এমন অধিগ্রহণকৃত জমির বেদখলকারী ব্যক্তি, ২) অন্যত্র সরানো যায় বা ভেঙ্গে ফেলা যায় এমন যন্ত্রপাতি ও ক্ষতিগ্রস্ত যন্ত্রাংশ, ৩) শত্রু সম্পত্তি এবং অনাবাসিক সম্পত্তি যাহা বন্দোবস্ত দেয়া হয়েছে তাহার ব্যবহার থেকে বিচ্যুত হওয়া, এবং ৪) অধিগ্রহণকৃত সরকারী জমিতে অবস্থিত বাড়ী/অবকাঠামো থেকে ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ী ভাড়া আয় ইত্যাদি ক্ষেত্রে কোন ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে না। একটি অধিকার নীতিমালার ছক (Entitle policy matrix), অধিকার এবং অধিকার সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের ব্যাখ্যা এবং প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হবে।

সমাপ্তি তারিখ : জমিতে অবস্থিত নয় ক্ষতিপূরণ যোগ্য এমন সম্পদ চিহ্নিত করার জন্য সমাপ্তির তারিখ নির্ধারণ করা হবে এবং যে সকল পদক্ষেপ প্রকল্পকে প্রতারণিত করার মাধ্যমে মীমাংসা নীতিমালাকে অপব্যবহার করে সুবিধা পাবার চেষ্টা করবে সেগুলোকে অনুসাহিত করা হবে। এই সমাপ্তি তারিখেই ক্ষতিগ্রস্ত লোকসমূহ গণনা এবং তাদের সম্পদ অধিগ্রহণ করে শুমারী (Sensus) তালিকা প্রণীত হবে। এই সমাপ্তি তারিখে প্রণীত শুমারী (Sensus) তালিকায় তালিকাভুক্ত না হলে কোন ব্যক্তি বা তার সম্পদ ক্ষতিপূরণ পাবার যোগ্যতা লাভ করবে না।

ক্ষতিপূরণ প্রদান : অধিগ্রহণকে আইনগত করার প্রয়াসে বর্তমানে প্রচলিত ভূমি অধিগ্রহণ আইন ব্যবহারের মাধ্যমে জেলা প্রশাসক (ভূমি অধিগ্রহণের দায়িত্ব প্রাপ্ত) কর্তৃক ক্ষতিপূরণের একটা অংশ নিরূপণ ও তালিকাভুক্ত ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদেরকে প্রদান করবে। যদি এই ক্ষতিপূরণের পরিমাণ স্থানান্তর মূল্য/বাজার দর থেকে কম হয় সেক্ষেত্রে এলজিইডি প্রকল্প অফিস সরাসরিভাবে ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে এই পার্থক্যমূল্য (Top-Ups) প্রদান করবে। অন্যান্য ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি যারা আইনের আওতায় স্বীকৃত নয় তাদেরও এলজিইডি প্রকল্প অফিস সরাসরি ক্ষতিপূরণ প্রদান করবে। এলজিইডি অধিগ্রহণকৃত সরকারী ও বেসরকারী ভূমি থেকে উচ্ছেদের পূর্বেই ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণ প্রদান নিশ্চিত করবে। যেখানে একজন ব্যক্তিকে একাধিক মৌজায় (ভূমি প্রশাসন ইউনিট) জমি বা অন্যান্য সম্পদ হারাতে হবে তাকে একবারই গণনা করা হবে এবং তার পাওনা পার্থক্যমূল্য (Top-Ups) একবারেই পরিশোধ করা হবে। একজন মালিকের অধিগ্রহণকৃত জমি ও সম্পত্তির পার্থক্যমূল্য (Top-Up) জেলা প্রশাসক কর্তৃক প্রদেয় সমুদয় মূল্যের সাথে তুলনা করে নির্ণয় করবে এবং সকল মৌজার ক্ষেত্রে সম্পদের স্থানান্তর খরচ/বাজার দর হিসেব করে নির্ণয় করা হবে।

নালিশ মীমাংসা করা (Grievance Redress) : বিভিন্ন আইন বহির্ভূত বিষয় যাহা পুনর্বাসন কর্মকাণ্ড প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কালে উত্থাপিত হতে পারে তা সুরাহা করার জন্য এলজিইডি পরামর্শ এবং অভিযোগ ব্যবস্থাপনা কৌশল (Suggestion and Complaints Mechanism-SCM) এর অংশ হিসেবে নালিশ মীমাংসা পদ্ধতি (Grievance Redress Procedure) প্রণয়ন করবে। এই নালিশসমূহ সাধারণত ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগণ যারা গণনার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে নাই কিংবা ক্ষতিগ্রস্ত সম্পদ যা তালিকাভুক্তি/বেইজলাইন সার্ভেসমূহে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে নাই এবং যৌথ মালিকানা অথবা যৌথ উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত সম্পদ নিয়ে ছোটখাট কলহ বিষয়ে সম্পর্কযুক্ত। উপজেলা পর্যায়ে একটি নালিশ মীমাংসা কমিটি (Grievance Redress Committee-GRC) ঐ সকল বিষয়সমূহ প্রতিপক্ষগণের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে আপস-রফার চেষ্টা করবে। এই কৌশল অবলম্বন করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এলজিইডির উপর বাধ্যতামূলক ভাবে বর্তাবে। GRC প্রতিপক্ষগণকে আইনী পরামর্শ প্রদান করবে না এবং এর কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ এবং মনিটরিং করা হবে।

বাস্তবায়ন ব্যবস্থা

প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক পরিচালিত এলজিইডিতে সদর দপ্তরে অবস্থিত প্রকল্প ব্যবস্থাপনা অফিস (PMU), বিভিন্ন পর্বে ভূমি অধিগ্রহণ, পুনর্বাসন কর্ম-পরিকল্পনা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী উপজাতি জনগোষ্ঠীর পরিকল্পনা প্রস্তুত ও বাস্তবায়ন করবে। এই পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য এলজিইডি জেলা ও উপজেলার বিদ্যমান কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ব্যবহার করবে এবং প্রকল্পের আওতায় অতিরিক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ করবে। প্রতিটি জেলায় নির্বাহী প্রকৌশলী এবং উপজেলা পর্যায়ে একজন উপজেলা প্রকৌশলী (UE), একজন সার্ভেয়ার, একজন কমিউনিটি অর্গানাইজার (CO) সহ অন্যান্য সহযোগী স্টাফ কর্মরত আছেন। প্রকল্পে প্রতি জেলাতে একজন সার্বজনিক জেলা সোসিওলজিস্ট (District Sociologist-DS) নিয়োগ প্রদান করবে। এই প্রক্রিয়ায় জেলা পর্যায়ে অবস্থিত প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিস (PIOs), যথাযথ বিশেষজ্ঞগণের সমন্বয়ে গঠিত Management Support (MS) এবং Design and Supervision (D&S) Consultant কর্তৃক সহায়তা প্রাপ্ত হয়ে কাজ করবে। উপরন্তু, প্রয়োজন অনুযায়ী পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের জন্য একজন Sociologist এবং একজন Participation Specialist নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন।

যখন বিভিন্ন পর্বে ভূমি অধিগ্রহণ, পুনর্বাসন কর্ম-পরিকল্পনা (RAPs)/ উপজাতি জনগোষ্ঠীর জন্য কর্ম-পরিকল্পনা (Indigenous People's Plans-IPPs) প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, মনিটরিং এবং প্রতিবেদন তৈরীতে বিশেষজ্ঞগণ কারিগরী সহায়তা প্রদান করবে, তখন নির্বাহী প্রকৌশলী এবং উপজেলা প্রকৌশলীগণ এ সকল কার্যক্রম এর সমন্বয় সাধন করবেন এবং সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক (DCs) ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (UNOs) সংগে যোগাযোগ রাখবেন। জেলা সোসিওলজিস্ট এবং কমিউনিটি অর্গানাইজার সরাসরি কনসালটেন্ট কর্মকর্তাদের সাথে কাজ করবেন এবং পুনর্বাসন কর্ম-পরিকল্পনা (RAP)/এবং উপজাতি জনসাধারণের জন্য পরিকল্পনা (IPP) প্রস্তুত ও বাস্তবায়ন কাজে অংশগ্রহণ করবেন। ক্ষতিপূরণ দাবী করার জন্য যে সকল নিরক্ষর ব্যক্তি ও প্রান্তিক ভূমি মালিকগণ আইনগত কাগজপত্র তৈরী করতে সমস্যার সম্মুখীন হবে, তাদেরকে এলজিইডির জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তাগণ যথার্থ সহযোগিতা প্রদান করবেন। প্রয়োজন হলে, প্রকল্প ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকাভুক্তির তথ্য সংগ্রহ এবং আর্থ-সামাজিক বৈজ্ঞানিক সার্ভে জন্ম সাময়িকভিত্তিতে কর্মকর্তা নিয়োগে অর্থায়ন করবে। ঢাকায় অবস্থিত প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট (PMU) উপযুক্ত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে একটি তথ্য প্রক্রিয়াকরণ ব্যবস্থা (Information processing facility) প্রতিষ্ঠা করবে, যেখানে ভূমি অধিগ্রহণ ও অধিকার সংরক্ষণ মনিটরিং করার লক্ষ্যে পুনর্বাসনের ডাটাবেইস (database) হালনাগাদ করা হবে।

বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া

ভূমি অধিগ্রহণ, পুনর্বাসন কর্ম-পরিকল্পনা/উপজাতি জনগোষ্ঠীর পরিকল্পনা প্রস্তুত ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় ধারাবাহিকভাবে অনেকগুলো কার্যক্রম ও পদক্ষেপ রয়েছে। ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া সড়ক ও অন্যান্য ভৌত কম্পোনেন্ট নির্বাচনের সময় শুরু করে এবং অধিগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা ও অবস্থান নির্ণয় করে অধিগ্রহণ প্রস্তাব প্রণয়নপূর্বক জেলা প্রশাসক বরাবর দাখিল করতে হবে। তিনি অতঃপর ভূমি অধিগ্রহণের আইনগত প্রক্রিয়া সূচনা করবেন। কোন কোন কাজ, যেমন ক্ষতিগ্রস্ত লোক গণনা, তাদের সম্পদের ক্ষতির পরিমাণ, ভূমি অধিগ্রহণের জন্য জমির চাহিদা ও তার অবস্থান চিহ্নিত করার পরই শুরু করা যেতে পারে। SIMF এ সঠিক সময়ে ভূমি অধিগ্রহণ, পুনর্বাসন কর্ম-পরিকল্পনা, উপজাতি জনসাধারণের কর্ম-পরিকল্পনা প্রস্তুতি ও বাস্তবায়নের মুখ্য কার্যাবলী ও পদক্ষেপ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অধিগ্রহণকৃত সম্পদের পুনর্বাসন/স্থানান্তর মূল্য নির্ধারণ করার জন্য স্থানীয় বাজারদর যাচাই করার জন্য জরিপ কার্য সম্পাদন করা এই প্রক্রিয়ার অঙ্গভূক্ত। বৃক্ষের মূল্য ও অবকাঠামো মূল্য নির্ধারণ করার জন্য এলজিইডি মূল্য নির্ধারণকারী দলে (Valuation team) সংশ্লিষ্ট বিভাগের সমমর্যাদা সম্পন্ন কর্মকর্তা নিযুক্ত করবে।

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন (monitoring and evaluation)

পূর্ত কাজ (Civil work) শুরু করার পূর্বে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ যথাঃ জেলা প্রশাসক কর্তৃক ভূমি অধিগ্রহণ, বিভিন্ন ধাপে পুনর্বাসন কর্ম-পরিকল্পনা (RAP)/উপজাতি জনগোষ্ঠীর জন্য কর্ম-পরিকল্পনা (IPP) প্রস্তুত এবং বাস্তবায়ন করতে হবে। ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন কর্ম-পরিকল্পনা (RAP)/উপজাতি জনগোষ্ঠীর জন্য কর্ম-পরিকল্পনা (IPP) প্রণয়নের পূর্বশর্ত হল- ভৌত উপ-প্রকল্প নির্বাচন এবং অধিগ্রহণ চাহিদা ও ভূমিতে তার সঠিক অবস্থান নির্ণয়। পূর্ত কাজের শুরুতে পরিবীক্ষণের সাথে সুবিন্যাস কতগুলো পদক্ষেপ সম্পর্কিত। প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও অগ্রগতির প্রতিবেদন এবং কার্যক্ষমতা যাচাই করার লক্ষ্যে সঠিক নির্দেশক (Indicator) ব্যবহার করে একটি সমন্বিত পদ্ধতি স্থাপন ও পরিচালনা করা। ভূমি অধিগ্রহণ, RAP/IPP বাস্তবায়নের অগ্রগতির প্রতিবেদন দাখিলের নিমিত্তে পরিবীক্ষণ নির্দেশক (Monitoring indicators) সহ একটি সমন্বিত সিডিউল SIMF এ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আরটিআইপি-২ বাস্তবায়নকালে নির্দিষ্ট সময় পর পর প্রকল্পের স্বাধীন নিরীক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে প্রকল্পের কার্যাবলী পরিবীক্ষণ করা হবে। প্রকল্পের শুরুতেই বেইজ ডাটা সংগ্রহের মাধ্যমে আরটিআইপি-২ এর সামাজিক প্রভাব (Social impact) মূল্যায়ন (Evaluation) করা হবে।

ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসনের বাজেট

সকল প্রকার ভূমি, বসতবাড়ী/অবকাঠামো, বৃক্ষ ইত্যাদি অধিগ্রহণ এবং পুনর্বাসনের জন্য মুখ্য ব্যয়, যার ক্ষতিপূরণ স্থানান্তর/বাজারমূল্যে দেয়া হবে। অন্যান্য বিষয়ও উক্ত বাজেটে থাকতে পারে, যেমন সাময়িক আয়-রোজগার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া এবং বসতবাড়ি নির্মাণের অনুদান যা পুনর্বাসন। উপরন্তু, পরিচালনা (Overhead) এবং প্রশাসনিক (Administrative) খরচ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যেমন-প্রকল্প কর্তৃক অর্থায়িত এলজিইডি'র কর্মকর্তা-কর্মচারী, ব্যবস্থাপনা এবং ডিজাইন ও সুপারভিশন পরামর্শক (MS & DS Consultants)। এলাকার জনগোষ্ঠীর মালিকানাধীন বা সরকারী অবকাঠামো এবং সাধারণ সম্পদ নির্মাণ খরচ প্রকল্পের বিল অব কোয়ান্টিটি (BOQ) তে সরাসরি নির্মাণের জন্য অন্তর্ভুক্ত থাকবে। সংশ্লিষ্ট ধাপের RAP এর অংশ হিসেবে প্রতিটি ধাপে (Phase) বাস্তবায়নের পূর্বেই আরটিআইপি-২ এর PMU অফিস ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসনের একটি বাজেট তৈরী করবে।

উপজাতি জনগোষ্ঠীর জন্য পরিকল্পনা (IPP)

দেশের ক্ষুদ্রতম সংখ্যক উপজাতি জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশ আরটিআইপি-২ প্রকল্প এলাকার বাইরে যথা- পার্বত্য চট্টগ্রামের বান্দরবান, রাঙ্গামাটি এবং খাগড়াছড়ি জেলাতে বসবাস করে। বাকীরা দেশের সমতল জেলাগুলোতে মূল জনগোষ্ঠীর সাথে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসবাস করছে। আরটিআইপি-২ প্রকল্প এলাকার মোট জনসংখ্যার ০.৬% উপজাতি প্রকল্পের ২৬ টি জেলাতে বসবাস করে এবং সবচেয়ে বেশী ২.৭৪% অবস্থান করছে হবিগঞ্জ জেলাতে। আরটিআইপি-২ এর কার্যাবলীর প্রকৃতি অনুসারে দেখা যাবে, সমতল ভূমিতে বসবাসরত মূল জনগোষ্ঠীর তুলনায় উপজাতি জনগোষ্ঠীর উপর ভিন্ন ধরনের ক্ষতিকর প্রভাব পড়ার তেমন সম্ভবনা নেই।

প্রকল্পের প্রভাবিত অঞ্চলে (Zones) উপজাতি জনগোষ্ঠীর (IP) অবস্থান, যেখানে তাদের সংস্কৃতি, জীবন-যাপন প্রণালী, জীবিকা নির্বাহ ইত্যাদি ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে তার উপর বিশ্লেষণের OP ৪.১০ প্রয়োগ নির্ভর করে। যেহেতু সে ধরনের প্রভাবের প্রকৃতি ও মাত্রা সকল সড়ক/উপ-প্রকল্পসমূহ নির্বাচন এবং বাছাই না হওয়া পর্যন্ত জানা যাবে না, তাই এলজিইডি আনুষ্ঠানিকভাবে উপজাতি জনগোষ্ঠী সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত উপজাতি জনগোষ্ঠীর জন্য উন্নয়নমূলক সুযোগ চিহ্নিত ও উন্নীত করার ব্যাপারে কাজ করবে।

উদ্দেশ্য ও নীতিমালা

বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে সড়ক উন্নয়ন এবং অন্যান্য কর্মকান্ডের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলো এসব কর্মকাণ্ড যেন উপজাতীয়দের উপর বিরূপভাবে প্রভাবিত না করে এবং যাতে তারা তাদের সংস্কৃতির উপযোগী অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিধা গ্রহণ করতে পারে। এলজিইডি সকল উপ-প্রকল্প বাছাইকালে উপজাতি জনগোষ্ঠীর উপস্থিতি নিশ্চয় করবে এবং প্রকল্প পরিকল্পনা, নির্বাচন এবং বাস্তবায়নে তাদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবে; এমনভাবে উপ-প্রকল্প নির্বাচন করবে যেন সেগুলি বিরূপ প্রভাব মুক্ত হয় বা বিরূপ প্রভাব কমিয়ে আনে; সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভাবে সঠিক উপায় গ্রহণ করবে যাতে অপরিহার্য বিরূপ প্রভাব থেকে রক্ষা করা যায়; এবং যেখানে সম্ভব বিশেষ ধরনের উপায় নেয়া হবে যার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত উপজাতি জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সম্ভব হয়। এলজিইডি এমন কোন উপ-প্রকল্প গ্রহণ করবে না যেখানে উপজাতি জনগোষ্ঠী প্রকল্পে সার্বিক সমর্থন দান যুক্তিসঙ্গত মনে করবে না।

উপজাতি জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ এবং পরামর্শ গ্রহণ

যেখানে উপজাতি জনগোষ্ঠীর জন্য বিরূপ প্রভাব আসতে পারে, এলজিইডি সেখানে উপজাতি জনগোষ্ঠী এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মহলের সংগে তথ্য বিনিময়, মুক্ত আলোচনা এবং তাদের পরামর্শ গ্রহণ করবে। একবার উপ-প্রকল্পের স্বপক্ষে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মতামত প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে, এলজিইডি তখন একটি টাইম-টেবিল অনুসরণ করে প্রকল্পের আর্বতনকালে সম্ভাব্য ক্ষতিকর প্রভাব কমিয়ে আনার লক্ষ্যে ক্ষতিগ্রস্ত উপজাতি জনগোষ্ঠীর সংগে আলাপ-আলোচনা করবে; ক্ষতিকর প্রভাব উপশম করার উপায়সমূহ চিহ্নিত করবে; এবং যে সকল অর্থনৈতিক সুযোগসমূহে উন্নয়ন ঘটাতে এলজিইডি সহায়তা দিতে পারবে সেগুলো নির্ধারণ ও গ্রহণ করবে। এলজিইডি জনগোষ্ঠীর সাথে সংগঠিত সকল পরামর্শক সভা, সভার বিস্তারিত ফলাফল এবং গৃহিত সিদ্ধান্তসমূহ লিপিবদ্ধ করবে এবং বিশ্বব্যাংককে এসব তথ্য প্রদান করবে।

উপজাতি জনগোষ্ঠীর জন্য পরিকল্পনার (IPP) বিষয়বস্তুসমূহ

উপজাতি জনগোষ্ঠী পরিকল্পনার লক্ষ্য হলো- যে সকল উপজাতি জনগোষ্ঠী প্রত্যক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে তাদের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে সম্ভাব্য ক্ষতিকর প্রভাব থেকে তাদের উপশম করানো এবং প্রকল্প এলাকার মধ্যে বর্তমানে যে সকল উন্নয়ন সুবিধা চালু আছে সেগুলোকে শক্তিশালী ও উন্নয়ন করা। উপজাতি জনগোষ্ঠী পরিকল্পনার (IPP) বিষয়বস্তুসমূহ হলো :

- *বেইস লাইন ডাটা (Baseline Data)*, -এর মধ্যে রয়েছে সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ; সামাজিক কাঠামো এবং অর্থনৈতিক কার্যাবলী; ভূমি ভোগদখল; প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারে রীতিগত এবং অন্যান্য অধিকার, স্থানীয় মূল জনগোষ্ঠীর সংগে সম্পর্ক এবং উপজাতি জনগোষ্ঠী কর্তৃক উত্থাপিত অন্যান্য বিষয়াদি।
- *স্থানীয় অংশ গ্রহণের জন্য কৌশল (Strategy for Local Participation)*, - পরামর্শ সভার সময় নির্ধারণ এবং যারা প্রয়োজনীয় তথ্যাদি (feedback) এবং আলোচনায় অবদান রাখতে পারবে সেসব অংশগ্রহণকারী নির্ণয়।
- *সংশোধন কর্ম-পদ্ধতি এবং কার্যাবলী (Mitigation Measures and Activities)*, -উপজাতি জনগোষ্ঠীর প্রতি অগ্রাধিকার দেয়া এবং উপজাতি জনগোষ্ঠী/উপজাতি সংগঠন এবং এলজিইডির মধ্যে সমঝোতা।
- *প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা (Institutional Capacity)*, -উপজাতি জনগোষ্ঠীর জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে এলজিইডি কর্মকর্তাদের অভিজ্ঞতা, পরামর্শ প্রতিষ্ঠান, উপজাতি জনগোষ্ঠী এবং সিভিল সোসাইটি সংগঠনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ।
- *উপজাতি জনগোষ্ঠীর জন্য পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কর্মসূচী (IPP Implementation Schedule)*, -উপজাতি জনগোষ্ঠীর জীবনযাপনে ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনা এবং অন্যান্য কাজের উপর গুরুত্ব আরোপ।

- *পরীক্ষণ এবং মূল্যায়ন (Monitoring and Evaluation)*, ইহা উপজাতি জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি এবং সংগঠন, অন্যান্য সিভিল সোসাইটি সংগঠনের অংশগ্রহণে এলাকায় পরিচালনা করা।
- *উপজাতি জনগোষ্ঠীর জন্য পরিকল্পনায় অর্থ সংস্থান (Financing the IPP)*, -সংশোধন কর্মপদ্ধতি এবং উপজাতি জনগোষ্ঠী এবং এলজিইডির মধ্যে একমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট ও অর্থসংস্থানের উৎস নির্ধারণ।

ক্ষতিকর প্রভাব উপশমের জন্য গৃহীত ব্যবস্থা এবং উন্নয়ন কর্মসূচী (Impact Mitigation & Development Measures)

মূল জনগোষ্ঠীর মতই উপজাতি জনগোষ্ঠীর জন্য আরটিআইপি-২ নির্দেশিকা, জমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসনের জন্য ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তির যোগ্যতা ও এর মান ঠিক একই নিয়মে প্রয়োগ করবে। উপরন্তু, উপজাতি এলাকায় অস্থানীয় শ্রমজীবীরা যাতে অনাধিকার প্রবেশ করতে না পারে অথবা উপজাতি জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতির পতি সংবেদনশীল এবং অসম্মান জনক হতে পারে সে ধরনের আচরণ বা কাজ থেকে বিরত রাখার দিকে মনোযোগ প্রদান করা হবে। ক্ষতিগ্রস্ত উপজাতি এবং তাদের জনগোষ্ঠীর পছন্দের উপরই তাদের জন্য উপযুক্ত এবং সংস্কৃতির সাথে মানানসই উন্নয়ন ব্যবস্থা বহুলাংশে নির্ভর করবে। এই উন্নয়ন ব্যবস্থার মধ্যে থাকতে পারে- উৎপাদনশীল ক্ষুদ্র উদ্যোগের জন্য ঋণ সুবিধা; নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ কাজে কর্মসংস্থানের সুযোগ; পানি সরবরাহ, স্বাস্থ্য ও পয়ঃ সুবিধা এবং অন্যান্য সুবিধা যা সাধারণভাবে জনগোষ্ঠী একত্রে ব্যবহার করতে পারে, যেমন স্কুল।

জেন্ডার সচেতনতামূলক (Sensitive) কর্ম-পরিকল্পনার নির্দেশিকা

বাংলাদেশের অর্ধেক জনসংখ্যা নারী। দেশের নারী ও পুরুষের স্থায়ী এবং ন্যায় ভিত্তিক উন্নয়নের জন্য তারা কার্যকর ও মূল্যবান ভূমিকা রাখছে। এলজিইডির জেন্ডার কৌশল এবং বিশ্বব্যাংকের জেন্ডার নীতিমালার সাথে সাদৃশ্য রেখে আরটিআইপি-২ এর প্রতিটি ধাপে জেন্ডার বান্ধব ডিজাইন, বাস্তবায়ন ও পরিচালনা করার লক্ষ্যে একটি জেন্ডার বিশ্লেষণ পত্র অনুসরণ করবে। আরটিআইপি-২ সাধারণ ও নির্দিষ্ট জেন্ডার বিভাগ এবং সামাজিক দুঃস্থতাকে বিবেচনা করে জেন্ডার বিশ্লেষণ করবে। এই SIMF সুনির্দিষ্ট কর্ম-পরিকল্পনা চিহ্নিত করার লক্ষ্যে নিম্নলিখিত নীতিমালা অনুসরণ করবে :

- প্রকল্প পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে মহিলাদের পূর্ণ ও সম অংশগ্রহণ বৃদ্ধি।
- প্রকল্পের সুযোগ সুবিধাদিতে মহিলাদের সর্বোচ্চ প্রবেশাধিকার।
- মহিলাদের সামাজিক দুঃস্থতাহ্রাস করা।

এই SIMF অনুযায়ী প্রণীত জেন্ডার কর্ম-পরিকল্পনা অভ্যন্তরীণ ভাবে নিয়মিত মনিটরিং করা হবে। এই মনিটরিং এবং মূল্যায়নের কাজ স্বাধীন ভাবে করা হবে।